গণসঙ্গীত

সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম

কথা ও সুর: রাজেশ দত্ত

এক

কিষাণ জাগো, মজুর জাগো
সিঙ্গুর আজ বলে।
চাষের জমি হচ্ছে উজাড়
শিল্পায়নের ছলে।

পুঁজির লোভে বুদ্ধ-বিমান
করছে নিলাম দেশের মান।
অপারেশন বর্গি চালায়
বর্গা শিকেয় তুলে।

শোন্ রে ভাই, শোন্ রে সুজন
বাম নেতা গায় টাটার ভজন।
'দাস ক্যাপিটাল' ছেড়ে এখন
মজল ক্যাপিটালে।
সালিম-টাটা-শাহ্ মুকুন্দ
বিড়াল শোঁকে মাছের গন্ধ।
এঁটোকাঁটার আশায় বুদ্ধ
হাতে ভিক্ষার থলে।

হয় না যাঁরা অনুগত,
ওদের চোখে 'বহিরাগত'।
তাপসীর শবের চিতায়
গণতন্ত্র জ্বলে।

দাওনা যতই তারের বেড়া।
যতই বসাও রাতপাহারা।
(দেখো) মানবজমিন আবাদ করে
সোনার ফসল ফলে।

দুই

চাষের জমি লুইট্যা নিতে
রতন টাটা আইল রে।
সোনার সিঙ্গুর খাইল রে।

(আমার) চাষের লাঙ্গল কান্দে রে।
(আমার) খেতের ফসল কান্দে রে।
(আমার) উঠানে পালুই কান্দে রে।
(আমার) শূন্য মরাই কান্দে রে।

টাটার সাঙ্গাত বিমান-বুদ্ধ
কোমর বাইন্ধা পার্টি সুদ্ধ,
চাষির সঙ্গে কইর‍্যা যুদ্ধ
কাইড়া নিল জমি।
(আবার) ক্যাডার-পুলিশ-প্যায়দা দিয়া
তারের বেড়ায় বান্ধে রে।

তাপসী আর রাজকুমার ভুল,
তাজা প্রাণের খুনের মাশুল
রক্ত দিয়াই করব উশুল-
ভাঙব রে তার বেড়া।
(আজ) লড়াই ছাড়া বাঁচার পথ নাই,
থাকিস নে মন ধন্দে রে।

তিন

সংগ্রাম - গণসংগ্রাম।
ডাক দিয়েছে নন্দীগ্রাম।
জনতার প্রতিরোধে,
বিক্ষোভে-প্রতিবাদে
ওই শোনো জেহাদের পয়গাম।

এ লড়াই কৃষকের, এ লড়াই মজুরের।
ঘুম কেড়ে নেবে যত মালিকের, হুজুরের।
সংঘাতে-নির্মাণে,
জীবনের জয়গানে
ফিরে আসে ইতিহাসে তেভাগার নাম।

শোষণের জ্বালা আর মুখ বুজে সইব না।
বারে বারে অনাচারে চুপ করে রইব না।
পথে নেমে একসাথে
জোট বেঁধে প্রতিঘাতে
বুঝে নেব শহীদের রক্তের দাম।

এ মাটি বুকের ধন, দেখব কে নেয় কেড়ে?
(দেখি) মুখোমুখি লড়াইতে কে জেতে, কে হারে?
আগুন জ্বলছে বুকে,
বোমা-গুলি-বন্দুকে
এ আগুন নিভবে না, জেনো রেখো পরিণাম।

গানের সুর ও স্বরলিপির জন্য আগ্রহীরা সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। দূরভাষ: ২৬৮৫ ২৯৯৬/৯৩৩০৯৮৮১৫৮